দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 OCT 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

উল্লাপাড়ায় ৬০ হাজার শিশু প্রাঃ শিক্ষার সুযোগ পায় না

উল্লাপাড়া, ২২শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— উল্লাপাড়া উপজেলার প্রায় ৬০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যা প্রায় এক লাখ। এর মধ্যে মাত্র ৪০ হাজার শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছাত পারে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের খাতা-কলমে ৪০ হাজার শিশু বিদ্যালয়ে গমন দেখানো হলেও বাস্তবে এর সংখ্যা আরো কম। উপজেলা শিক্ষা দপ্তরের একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

উল্লাপাড়ায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৪৫টি। নানা সমস্যার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন কমছে। ১৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ১৮,২৫০ জন শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করে। এর মধ্যে ২য় শ্রেণীতে উঠতে ৫ হাজার শিশুর বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ হয়ে যায়। ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে উঠতে আরো ৫ হাজার শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এখানকার বিদ্যালয়গুলোতে ২য় শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ১৩০৮০, ৩য় শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ৩য় শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে উঠতে ২ হাজার এবং ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৫ শ্রেণীতে উঠতে আরো ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যায়।

এই বিদ্যালয়গুলোতে ১ম শ্রেণীতে যেখানে ১৮ হাজারের মত শিশু বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে, সেখানে ৫ম শ্রেণীতে এসে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র সাড়ে চার হাজারে। ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছাতেই প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার শিশুর শিক্ষাজীবন বন্ধ হয়ে যায়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলের অভাবী পরিবারে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের ধারে-কাছে যায় না। অল্প বয়স থেকেই এরা জড়িয়ে যায় শ্রমের সাথে। এদের অভিভাবকরা সন্তানের লেখাপড়া শেখানোর চেয়ে তাদের শ্রম বিক্রির দিকেই উৎসাহ দেখায় বেশী।

২/১ জন ছেলেমেয়ে প্রথম দিকে বিদ্যালয়ে পাঠালেও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তারা বেশী দূর এগুতে পারে না। ফলে মাঝপথেই এদের শিক্ষাজীবন বন্ধ হয়ে যায়। অশিক্ষার মধ্য দিয়েই দিন দিন বেড়ে উঠে উল্লাপাড়ার সিংহভাগ শিশু।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল

উল্লাপাড়ার ১৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৭০টি বিদ্যালয় বিভিন্ন সময় ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর তা আর মেরামত করা হয়নি। উপজেলার ২/১টি বিদ্যালয় ছাড়া প্রতি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসে লেখাপড়া করে। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে ৫/৬টি বেঞ্চ ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই। অনেক বিদ্যালয়ে চেয়ারের অভাবে শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে ক্লাস নেয়। অর্ধেকের বেশী বিদ্যালয়ে পানীয়জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ১৯৮৮ সালের বন্যা এবং '৯০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোতে বেড়া আছে তো ঘর নেই, ঘর আছে তো বেড়া নেই। এই অবস্থায় লেখাপড়া চলছে।

10